চিনকে অতিক্রম করবে এবং ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশে পরিণত হবে। আলোচ্য জনসংখ্যা নীতি অনুসারে, ২০২৬ সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা স্থিতাবস্থায় পৌঁছবে বলে আশা করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, মোট প্রজনন হার ১·৬ হলে লোকসংখ্যা স্থির বা স্থিতাবস্থায় পৌঁছয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের মোট প্রজনন-হার যথাক্রমে ৩·৫, ২·৮ এবং ২·০। সুতরাং, ভারতের এই তিনটি জনবহুল রাজ্যে সরকারের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জনসংখ্যার স্থিতাবস্থায় পৌঁছন সম্ভব নয় বলে আশঙ্কা করা যায়। তবে ২০২১ থেকে ২০৫১-র মধ্যে তামিলনাড়ু, কেরল ও পঞ্জাবের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য শতাংশে পৌঁছে যাবে বলে সরকারি মহল আশা করছেন। এ ছাড়া ২০০১ সাল থেকে তামিলনাড়ুর জনসংখ্যা কায়রো সনদের প্রকৃত বাস্তবায়নের পথ অনুসরণ করে দ্রুত হ্রাস পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে জনসংখ্যার এই অসম বৃদ্ধি হারের পরিপ্রেক্ষিতে ২০৫১ সালে ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৬৪ কোটি।

১৮.৭.২ ভারতের জনসংখ্যার গোষ্ঠীভিত্তিক বা জাতিভিত্তিক গঠন (Ethnic Composition of Population of India)

ইংরেজি 'এথনিক' (ethnic) শব্দের বাংলা অর্থ হল গোষ্ঠীগত, জাতিগত বা জাতিতত্ত্বমূলক। বংশ, কুল, ভাষা, ধর্ম ও মানব সংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানগুলির ভিত্তিতে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী বা জাতির সৃষ্টি হয়। ভারতের ক্ষেত্রে এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। বস্তুত, সুপ্রাচীন কাল থেকে বহু জাতি, বহু বর্ণ, বহু ধর্ম, বহু ভাষা ও বিবিধ সংস্কৃতির মানুষ ভারতে অজস্র বার নানা রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কারণে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নানাভাবে ভারতের মানবসমুদ্রে মিলেমিশে গিয়েছেন। তাই ভারতের জনসংখ্যা (population) আমাদের নানা জাতি (race) ও গোষ্ঠীর সন্ধান দেয়।

১৮.৭.২.১ জাতি (Race)

স্যার হারবার্ট রিসলে (Sir Herbert Risley)[১], **বি. এস. গুহ** (Dr. B. S. Guha)[২] প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী জাতির (race) ভিত্তিতে ভারতের জনসংখ্যার শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

◆ **স্যার হারবার্ট রিসলে প্রদত্ত ভারতের জনসংখ্যার জাতিগত শ্রেণিবিভাগ ঃ**

রিসলে জাতির (race) ভিত্তিতে ভারতের জনসংখ্যাকে সাত ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—

(১) **ইন্দো-এরিয়ানস্ (Indo-Aryans) ঃ** রাজপুত, ক্ষত্রি (Khattri), এবং জাঠ (Jat) সম্প্রদায়ের মানুষ আলোচ্য শ্রেণির অন্তর্গত। এঁদের পূর্বপুরুষ মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসেছিলেন। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও কাশ্মীরে ইন্দো-এরিয়ান জাতির মানুষ বসবাস করেন। ফর্সা, লম্বা-চওড়া, বলশালী দৈহিক গঠন এই জাতির (race) বৈশিষ্ট্য।

(২) **দ্রাবিড়ীয় (Dravidians) ঃ** রাজস্থানের ভিল (Bhil), বস্তারের গন্ড (Gond), নীলগিরির টোডা (Toda), ওড়িশার জুং (Juang), ছোটনাগপুরের সাঁওতাল (Santhal) সম্প্রদায়ের মানুষ এই শ্রেণির অন্তর্গত। এঁরা দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যে বসবাস করেন। কালো, ছোটখাটো, সুঠাম দৈহিক গঠন এই জাতির বৈশিষ্ট্য।

(৩) **মোঙ্গলীয় (Mongoloids) ঃ** উত্তরাঞ্চলের ভোটিয়া (Bhotia), তরাই-এর থারু (Tharu), কুলু ও লাহুল-এর কিনেট (Kinnet), সিকিমের লেপচা (Lepcha) সম্প্রদায়ের মানুষ আলোচ্য শ্রেণির অন্তর্গত। এঁরা হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করেন। পশ্চিমে হিমাচল প্রদেশ থেকে পূর্বে অরুণাচল প্রদেশ ও সংলগ্ন এলাকা—এই বিশাল ভৌগোলিক ক্ষেত্রের নানা জায়গায় এঁদের বসতি গড়ে উঠেছে। পীতাভ, বেঁটেখাটো গড়ন এঁদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য।

---

[১] *Risley, H., 1901, Peoples of India.*
[২] *Guha, B.S., 1944, Racial elements in the Indian Population.*

(৪) **এরীয়-দ্রাবিড়ীয় (Aryo-Dravidians)** ঃ রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বিভিন্ন জায়গায় এই জাতির মানুষেরা বসবাস করেন। নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে তফসিলী জাতি ও নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণদের মধ্যে এঁদের প্রাধান্য রয়েছে। আর্য এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষের মিলনের ফলে আলোচ্য জাতিগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। এঁদের গায়ের রং বাদামি থেকে কালো, চেহারা ছোটোখাটো, মাথা লম্বাটে।

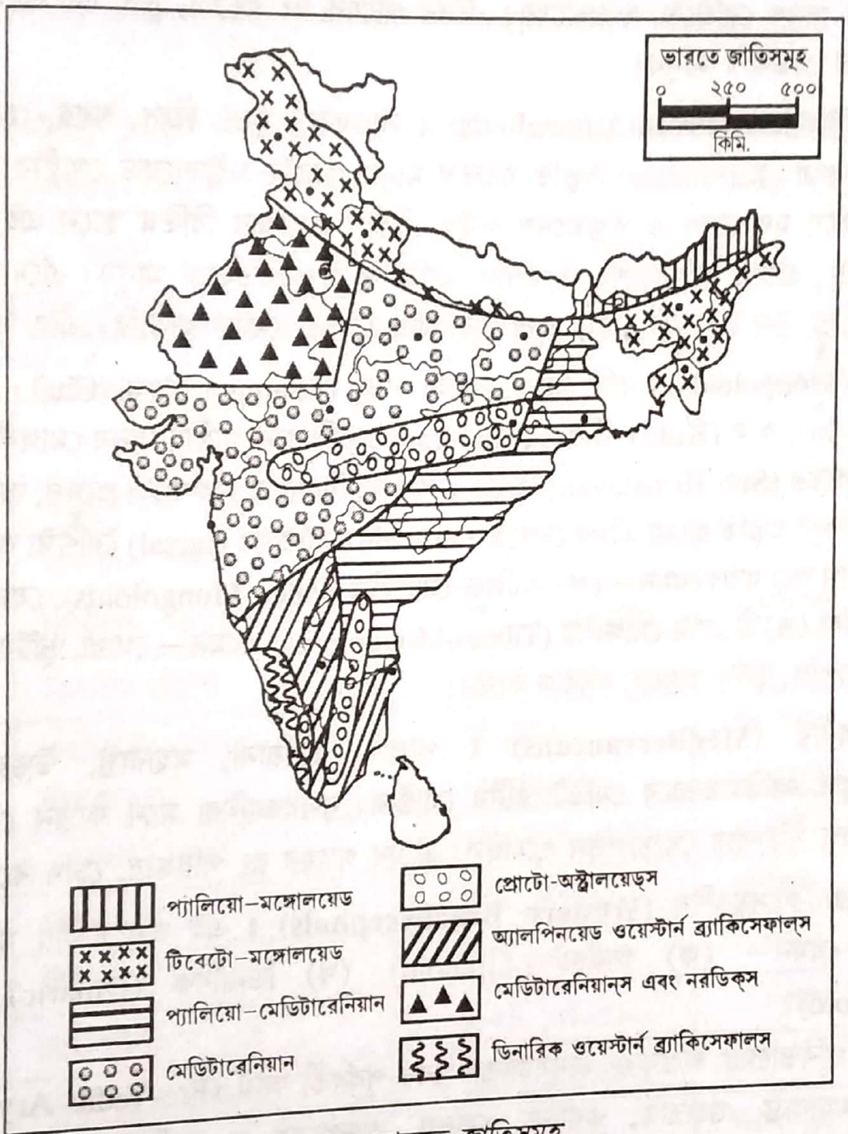

চিত্র ১৮.১৫ ভারতে জাতিসমূহ

(৫) **মোঙ্গলীয়-দ্রাবিড়ীয় (Mongolo-Dravidians)** ঃ পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থবর্ণের মানুষের মধ্যে এই জাতির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। মোঙ্গল ও দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মানুষের মিলন আলোচ্য সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জন্ম দিয়েছে।

(৬) **সাইদো-দ্রাবিড়ীয় (Seytho-Dravidians)** ঃ মারাঠিরা সাইডো-দ্রাবিড়ীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে মধ্য-এশিয়া থেকে আগত শক গোষ্ঠীর (Sakas) লোকেরা সাইদীয় জাতির (Seythians)। এঁদের সঙ্গে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মানুষের মিলনের ফলে সাইদো-দ্রাবিড়ীয় জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে।

(৭) **টার্কো-ইরানীয় (Turko-Iranians)** ঃ এঁরা মূলত আফগানিস্তান, বালুচিস্তানের আদি বাসিন্দা। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু জায়গায় এই জাতির মানুষের দেখা পাওয়া যায়।

◆ **ড. বি. এস. গুহ প্রদত্ত ভারতের জনসংখ্যার জাতিগত শ্রেণিবিভাগ ঃ**

ড. বি. এস. গুহ ভারতের জনগণকে ছয়টি জাতি (race)-তে বিভক্ত করেছেন, যেমন—

(১) **নেগ্রিটো (Negritoes) ঃ** এঁরা ভারতের আদি অধিবাসী। কেরলের কানিক্কর (Kanikkars), পানিয়ান (Paniyans), মুথিওয়ান (Muthiwans), উড়ালি (Uralis); ওয়াইনাদের ইরুলা (Irulas) প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষ নেগ্রিটো সম্প্রদায়ের। এঁদের গায়ের রং কালো, চুল ঘন ও সাধারণত কোঁকড়া। এঁরা ছোটোখাটো চেহারার মানুষ।

(২) **প্রোটো-অস্ট্রালয়েড (Proto-Australoids) ঃ** সাঁওতাল, মুন্ডা, ভিল, শবর, চেনচু (Chenchus), হোস (Hos), কুরুম্বা (Kurumbas) প্রভৃতি জাতির মানুষ প্রোটো-অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। উত্তরে লাদাখ থেকে দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার বিভিন্ন স্থানে এই গোষ্ঠীর মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের অধিকাংশই তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষ। এঁদের গায়ের রং ঘন বাদামি থেকে কালো, চুল কোঁকড়া, ঠোঁট পুরু এবং উচ্চতা স্বল্প থেকে মাঝারি। এঁরা সুঠাম দেহের অধিকারী।

(৩) **মোঙ্গলীয় (Mongoloids) ঃ** খাসি, গারো, ডাফলা, লালুং (Lalungs), চাকমা (Chakmas), কাছারি (Kacharis), মেচ (Machi), কুকি (Kuki), টিপরা (Tipperas) প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষ মোঙ্গলীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। অব-হিমালয়ের (Sub-Himalayan) বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষত অরুণাচল প্রদেশ, অসম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যে এঁদের দেখতে পাওয়া যায়। জাতিগত (racial) বৈশিষ্ট্য অনুসারে মোঙ্গলীয় শ্রেণিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— (ক) প্যালিও-মোঙ্গলীয় (Paleo-Mongoloids), যেমন— চাকমা, কুকি, ডাফলা ইত্যাদি; এবং (খ) টিবেটো-মোঙ্গলীয় (Tibeto-Mongoloids), যেমন— গোর্খা, ভুটিয়া, থারু ইত্যাদি। এঁরা মূলত সিকিম, নেপাল, ভুটান অঞ্চলে বসবাস করেন।

(৪) **মেডিটারেনীয় (Mediterraneans) ঃ** পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এবং কেরলের অধিবাসীবৃন্দ জাতিগতভাবে মেডিটারেনিয় গোষ্ঠীর। নৃ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এই গোষ্ঠীর মানুষের হাতেই সিন্ধু সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল। এঁদের গায়ের রং পরিষ্কার, চোখ বড়ো এবং উচ্চতা মাঝারি।

(৫) **পশ্চিমা ব্র্যাকিসেফালীয় (Western Brachycephals) ঃ** এই জনগোষ্ঠীর মানুষ তিনটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত। যেমন— (ক) আল্পীয় (Alpinoid), (খ) ডিনারিক (Dinaric), এবং (গ) আর্মেনীয় (Armenoid)।

আল্পীয় উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত মানুষজনকে বেদ-পূর্ববর্তী আর্য (Pre-Vedic Aryans) বলে অনেকে মনে করেন। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, কর্ণাটক, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর অধিকাংশ মানুষ আলোচ্য উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এঁদের দৈহিক উচ্চতা মাঝারি।

ডিনারিক উপশ্রেণির মানুষেরাও এই রাজ্যগুলিতে বসবাস করেন। তবে এঁরা লম্বা এবং নাক, চোখ আল্পীয় উপশ্রেণির মানুষের তুলনায় অনেক বেশি তীক্ষ্ণ।

আর্মেনীয় উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত মানুষ ভারতে সংখ্যায় অল্প। গুজরাজ ও মুম্বাই-এর পার্সি (Parsis)-রা আলোচ্য জনগোষ্ঠীর উদাহরণ।

(৬) **নর্ডিক (Nordics) ঃ** এঁরা বৈদিক যুগের আর্য (Vedic Aryans)। এঁদের চোখ নীল, চুল সোনালি, মুখমণ্ডল লম্বাটে, দেহ সুঠাম ও সুন্দর। রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের উচ্চবর্ণের মানুষ, যেমন— ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদের মধ্যে এই জনগোষ্ঠীর মানুষের প্রাধান্য রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রের কিছু মানুষ এই গোষ্ঠীর।

১৮.৭.২.২ উপজাতি (Tribe)

ভারতে বিভিন্ন উপজাতির মানুষ রয়েছেন। ভৌগোলিক বণ্টন অনুসারে দেশের তিনটি অঞ্চলে এঁদের বিশেষভাবে দেখা যায়। যেমন—

(ক) উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহ [অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম ইত্যাদি];

(খ) মধ্য ভারতের বিভিন্ন এলাকা [মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ রাজস্থান, উত্তর মহারাষ্ট্র, বিহার এবং ওড়িশার বিস্তীর্ণ অংশ]; এবং

(গ) দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহ [অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল, তামিলনাড়ু ইত্যাদি]। জাতিগোষ্ঠী হিসেবে এই তিন এলাকার উপাজাতি মানুষ মোঙ্গলীয় (Mongoloids), অস্ট্রালয়েড (Australoids) এবং নেগ্রিটো (Negrito) সম্প্রদায়ভুক্ত।

সারণি ১৮.৬ ভারতের প্রধান উপজাতি ও তাঁদের বণ্টন

উপজাতি	রাজ্যভিত্তিক বণ্টন	উপজাতি	রাজ্যভিত্তিক বণ্টন
অবর (Abros)	অরুণাচল প্রদেশ, অসম	আপাতানি (Apatanis)	অরুণাচল প্রদেশ
বরগা (Badagas)	তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাত	ভোটিয়া (Bhotias)	হিমচল প্রদেশ, উত্তরাঞ্চল
বিরহোড় (Birhor)	ঝাড়খণ্ড, বিহার	চেনচু (Chenchus)	অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা
গদ্দি (Gaddis)	হিমাচল প্রদেশ	গারো (Garos)	মেঘালয়
গন্দ (Gonds)	মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ	জাড়োয়া (Jarawas)	আন্দামান
খাসি (Khasis)	মেঘালয়, অসম	খন্দ (Khonds)	ওড়িশা
কোল (Kol)	মধ্যপ্রদেশ	কুকি (Kuki)	মণিপুর
লেপচা (Lepcha)	সিকিম	মিনা (Mina)	রাজস্থান
মুড়িয়া (Murias)	ছত্তিশগড়	মনপা (Monpa)	অরুণাচল প্রদেশ
নাগা (Naga)	নাগাল্যান্ড, অসম	মুন্ডা (Munda)	বিহার
ওরাওঁ (Oraon)	বিহার, ওড়িশা	ওঙ্গি (Ongi)	আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
সাঁওতাল (Santhal)	পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার	টোডা (Toda)	তামিলনাড়ু

১৮.৭.২.৩ ভাষা (Language)

ভারতে ভাষার বিভিন্নতা সর্বজনস্বীকৃত। ভারতীয় ভাষাগুলি চারটি প্রধান শ্রেণির অন্তর্গত, যেমন—

(১) অস্ট্রিক বা নিষাদ (Austric or Nishad),

(২) দ্রাবিড়ীয় (Dravidian),

(৩) চৈনিক-তিব্বতীয় বা কিরাত (Sino-Indian or Kirata) এবং

(৪) ভারতীয়-আর্য বা আর্য (Indo-Aryan or Aryan)। এই চারটি প্রধান শ্রেণির ভাষা থেকে উদ্ভূত প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলিতে দেশের কত শতাংশ মানুষ কথা বলে তার একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব সারণিতে দেওয়া হল—

সারণি ১৮.৭ ভারতের প্রধান ভাষাসমূহ

ভাষা	ভাষাভাষি মানুষের সংখ্যা (শতকরা)	প্রধান এলাকা (রাজ্য অনুসারে)
হিন্দি	৩৯.৮৫	বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ
বাংলা	৮.২২	পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা
তেলেগু	৭.৮০	অন্ধ্রপ্রদেশ
মারাঠি	৭.৩৮	মহারাষ্ট্র
তামিল	৬.২৬	তামিলনাড়ু
উর্দু	৫.১৩	উত্তরপ্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ
গুজরাতি	৪.৮১	গুজরাত
কন্নড়	৩.৮৭	কর্ণাটক
মালায়লম	৩.৫৯	কেরল
ওড়িয়া	৩.৩২	ওড়িশা
পাঞ্জাবি	২.৭৬	পাঞ্জাব
অসমিয়া	১.৫৫	অসম
সিন্ধি	০.২৫	গুজরাট, মহারাষ্ট্র
নেপালি	০.২৫	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ
কঙ্কনি	০.৪৬	গোয়া
মণিপুরি	০.১৫	মণিপুর
কাশ্মীরি	০.৪৬	জম্মু-কাশ্মীর
সংস্কৃত	০.০১	(রাজ্যভিত্তিক কেন্দ্রীভবন নেই)

[উৎস : India 2002]

১৮.৭.২.৪ ধর্ম (Religion)

হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ এবং শিখ— এই চার ধর্মের উৎসভূমি হল ভারত। এ ছাড়া, পরবর্তীকালে খ্রিস্ট, ইসলাম, জরথুষ্ট্রীয় প্রভৃতি ধর্ম ভারতে প্রসারলাভ করেছে। ১৯৯১ সালে জনগণনার ভিত্তিতে ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের শতকরা হিসেব সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি ১৮.৮ ভারতের প্রধান ধর্মসমূহ

ধর্ম	ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা (শতকরা)
হিন্দু	৮২.৪১
ইসলাম	১১.৬৭

ধর্ম	ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা (শতকরা)
খ্রিস্ট	২·৩২
শিখ	২·৩২
বৌদ্ধ	০·৭৭
জৈন	০·৪১
অন্যান্য	০·৪৩

[উৎস : India 2002]

১৮.৭.৩ ভারতের জনসংখ্যার অর্থনৈতিক গঠন (Economic Composition of India's Population)

১৮.৭.৩.১ পেশাগত বণ্টন (Occupational distribution)

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা ১০২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৩৬ জন। এঁদের মধ্যে ৩৭·৫ কোটি মানুষ কর্মজীবী। দেশের মোট জনসংখ্যার ৭২·২ শতাংশ গ্রামে এবং বাকি ২৭·৮ শতাংশ শহরে বসবাস করেন। পেশাগতভাবে, গ্রামে বসবাসকারী সব মানুষই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত নন। এঁদের মধ্যে চাকুরিজীবী ও শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষও আছেন। বস্তুত, ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যা অর্থনৈতিক কার্যাবলির প্রথম (Primary), দ্বিতীয় (Secondary) এবং তৃতীয় (Tertiary) স্তরে অসমানভাবে বণ্টিত হয়ে রয়েছে। পক্ষান্তরে, নগরবাসী জনসংখ্যার মধ্যে কৃষিজীবী মানুষ নেই বললেই চলে। নগরবাসী মানুষ মূলত দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত।

অর্থনৈতিক কাজের শ্রেণি	কাজের ক্ষেত্র	শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা (কোটি) [১৯৯৯–২০০০ সাল]
প্রথম স্তর (Primary)	কৃষি	১৯·০৯
দ্বিতীয় স্তর (Secondary)	শিল্প (ক) খনি ও খাদান	০·২৩
	(খ) শ্রমশিল্প বা যন্ত্রশিল্প	৪·০৮
	(গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জলসরবরাহ	০·১২
	(ঘ) নির্মাণ	১·৫০
তৃতীয় স্তর (Tertiary)	(ক) ব্যাবসা, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	৩·৭৫
	(খ) পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও যোগাযোগ	১·৩৭
	(গ) অর্থ, বিমা, ভূসম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি	০·৪৬
	(ঘ) জনপ্রশাসন, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত পরিসেবা	৩·০৮

[উৎস : Economic Survey 2004-05, Govt. of India]

১৮.৭.৩.২ কর্মসংস্থান (Employment)

ভারতের প্রায় ৫২ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যদিও স্থূল দেশজ উৎপন্নের (GDP) মাত্র ২৫ শতাংশ কৃষিক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত হয়।[১] অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত একটি শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা অকৃষিজ ক্ষেত্রে (non-agricultural sector) নিযুক্ত ব্যক্তির এক-চতুর্থাংশ।

বর্তমানে দেশের ৩৮·৫ কোটি মানুষ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত রয়েছেন। আগামী দুই দশকে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা প্রতি বছর ২ শতাংশ হারে বাড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কৃষি ছাড়া কর্মসংস্থান বা নিযুক্তির অন্যান্য এলাকাগুলি হল— (ক) খনি ও খাদানের কাজ (mining and quarrying), (খ) শ্রমশিল্প (manufacturing), (গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং জলসরবরাহ (electricity, gas, and water supply), (ঘ) নির্মাণ (construction), (ঙ) ব্যাবসা, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট (trade, hotels, and restaurant), (চ) পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও যোগাযোগ (transport, storage, and communication), (ছ) অর্থ, বিমা, জমি বা ভূসম্পত্তি বেচাকেনা (finance, insurance, real estate), (জ) জনপ্রশাসন, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিগত পরিসেবা (public administration, community and personal services), (ঝ) অন্যান্য অ-কৃষিক্ষেত্র।

এখানে উল্লেখ করা কর্মনিযুক্তি ক্ষেত্রগুলিতে কী হারে কর্মসংস্থান বেড়েছে, সে-সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, ভারতে ১৯৮৩ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে অর্থ, বিমা এবং ভূসম্পত্তি কেনাবেচা-সংক্রান্ত কাজে প্রতি বছর নিযুক্তি সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে (৭·০৫%)। নিযুক্তি বৃদ্ধির হার অনুসারে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নির্মাণ (৬·২৬%) এবং তৃতীয়স্থানে ব্যাবসা, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট ক্ষেত্র (৫·৫৪%)। পক্ষান্তরে, এই একই সময়ে কৃষি ও শিল্পে কর্মনিযুক্তি হ্রাস পেয়েছে প্রতি বছর গড়ে যথাক্রমে ৩·৪% এবং ৩·৭১%। নিচের সারণিতে কর্মনিযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি-সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হল।

সারণি ১৮.৯ কর্মনিযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি

(শতকরা)

নিযুক্তি ক্ষেত্র	১৯৮৩-৮৪	১৯৯৩-৯৪	১৯৯০-২০০০	২০০৪-২০০৫
কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র	৬৫·৪২	৬১·০৩	৫৬·৬৪	৫২·০৬
খনি ও খাদান	০·৬৬	০·৭৮	০·৬৭	০·৬৩
শ্রমশিল্প	১১·২৭	১১·১০	১২·১৩	১২·৯০
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সরবরাহ	০·৩৪	০·৪১	০·৩৪	০·৩৫
নির্মাণ	২·৫৬	৩·৬৩	৪·৪৪	৫·৫৭
ব্যাবসা, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	৬·৯৪	৮·২৬	১১·২০	১২·৬২
পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও যোগাযোগ	২·৮৮	৩·২২	৪·০৬	৪·৬১
অর্থ, বিমা ও ভূসম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়	০·৭৮	১·০৮	১·৩৬	২·০০
জনপ্রশাসন, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত পরিসেবা	৯·১০	১০·৫০	৯·১৬	৯·২৪
সমস্ত ক্ষেত্র (all sectors)	১০০·০০	১০০·০০	১০০·০০	১০০·০০

[উৎস : *Economic Survey 2007-2008*]

এখানে উল্লেখ থাকে যে—

(১) ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক ও পেশাগত কাঠামোর মূল ভিত্তি অর্থাৎ কৃষিকাজ ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম ১৯৮৩ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে কর্মনিযুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রমশ আকর্ষণ হারাচ্ছে।

(২) খনি ও খাদান (mining and quarrying) সংক্রান্ত কাজকর্ম অনেকের কাছে তেমন লাভজনক পেশা নয়। এই কারণে শহরে ও গ্রাম এলাকায় আলোচ্য ক্ষেত্রে নিযুক্তির হার ১৯৮৩ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে প্রায় একই রকম রয়েছে (০·৬৬%–০·৬৩%)।

[১] *Parikh, K. S. and Radhakrishna, R., (Ed.) India Development Report 2004-05.*

(৩) শ্রমশিল্পে নিযুক্তির হার ১৯৮৩ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে গ্রাম ও শহর এলাকায় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। গ্রামাঞ্চলে হ্রাসপ্রাপ্তির পরিমাণ প্রতি বছর গড়ে ১.৯% এবং শহরাঞ্চলে ২.০%-এর কাছাকাছি।

(৪) দেশে নির্মাণ কাজে নিযুক্তির হার কৃষি, শিল্প ও খনি-খাদান ক্ষেত্রের তুলনায় যথেষ্ট বেশি হলেও (২০০৫-এ ৫.৫৭%), সামগ্রিকভাবে এই হার উল্লেখযোগ্য নয়। কারণ ১৯৮৩–'৯৩ সালে আলোচ্য ক্ষেত্রে নিযুক্তির হার ছিল ২.৫৬%, যা ১৯৯৩–২০০০ সালে দাঁড়িয়েছে ৩.৬৩%। তুলনায় শ্রমশিল্পে নিযুক্তি হার বেশি (১৯৮৩–'৮৪-তে ১১.২৭% ও ১৯৯৯–২০০০-এ ১২.১৩%)।

(৫) অর্থ, বিমা ও ভূসম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিযুক্তি বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন— (১৯৮৩–'৮৪-তে ০.৭৮% থেকে ১৯৯৯–২০০০ সালে ১.৩৬%)। পক্ষান্তরে ব্যাবসা, হোটেল ও রেস্টুরেন্টের ক্ষেত্রে কর্মনিযুক্তির পরিমাণও লক্ষণীয়ভাবে বেশি। ১৯৮৩-'৮৪ সালে এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ছিল ৬.৯৮%। ১৯৯৩–'৯৪ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৮.২৬%, ১৯৯৯-২০০৪ সালে ১১.২০% এবং ২০০০-'০৫ সালে ১২.৬২%। বস্তুত, দেশে বিশ্বায়নের সুপ্রভাব যত বাড়বে, ততই অর্থ, বিমা, ভূসম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, ব্যাবসা ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ইত্যাদির সম্ভাবনাও বাড়বে। ফলে নিযুক্তির বা কর্মসংস্থানের তাগিদ বেশি করে অনুভূত হবে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, দেশে আগামী ২০১০ সালের মধ্যে শুধুমাত্র তথ্য-পরিসেবার ক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ সুদক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থান ঘটবে।

সামগ্রিকভাবে ১৯৮৩ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে পরিসেবা ক্ষেত্রে উন্নতির হার অন্যান্য প্রচলিত ক্ষেত্র অর্থাৎ কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের তুলনায় বেশি এবং আগামী দিনেও উন্নতির এই প্রবণতা বজায় থাকবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।[১]

(৬) কর্মনিযুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের আয়বৃদ্ধির হার (employment growth relative to income growth) সাম্প্রতিক কালে যথেষ্ট কমে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সারণি থেকে এ-বিষয়ে ধারণা করা যায়।

সারণি ১৮.১০ আয়ের সাপেক্ষে কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা

নিযুক্তি ক্ষেত্র	১৯৮৩–'৯৩	১৯৯৩–২০০০
কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র	০.৪৮	০.০১
খনি ও খাদান	০.৬১	– ০.৪৯
শ্রমশিল্প	০.৩২	০.২০
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সরবরাহ	০.৪৮	– ০.৫২
নির্মাণ	১.২৭	১.০০
ব্যাবসা, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	০.৬৭	০.৩৮
পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও যোগাযোগ	০.৫৫	০.৫৬
অর্থ, বিমা ও ভূসম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়	০.৪৯	০.৬৮
জনপ্রশাসন, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত পরিসেবা	০.৬৩	০.০২
সমস্ত ক্ষেত্র (all sectors)	০.৩৬	০.১৩

[উৎস : Chadha and Sahu (2002), EPW, Vol. 37, No. 21 in Parikh and Radhakrishnan, Indian Development Report 2004-2005]

(৭) সাম্প্রতিককালে আয়ের সাপেক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্তির স্থিতিস্থাপকতা যেহেতু কম, তাই ভবিষ্যতে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা আছে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বছরে ৯ শতাংশ হারে GDP বৃদ্ধি করে প্রচুর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে চাইছেন। অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা অবশ্য মনে করেন যে,

[১] India 2010, Publications Divisions, Govt. of India.

বছরে অন্তত ৭ শতাংশ হারে GDP বৃদ্ধি করতে চাইলে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে বেশ কিছু নীতিগত পরিবর্তন একান্ত জরুরি। যেমন— **ভাল্লা** এবং **হ্যাজেল** (২০০৩)[১] মনে করেন যে, ভারতের আর্দ্র কৃষি অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে কর্মনিযুক্তির সম্ভাবনা এখনও যথেষ্ট বেশি।

(৮) সামগ্রিকভাবে কর্মনিযুক্তির প্রবণতা লক্ষ করলে আরও ধারণা জন্মায় যে, সাম্প্রতিক কালে সাময়িক শ্রমিক বা ক্যাজুয়াল শ্রমিক (casual worker)-এর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। এই জাতীয় শ্রমিক যেহেতু নির্দিষ্ট বেতন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত পূর্ণ সময়ের শ্রমিক নয়, তাই ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের চাকরিক্ষেত্রে কোনো নিরাপত্তা নেই। এই নিরাপত্তাহীনতা ভবিষ্যতে ভারতীয় সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।[২]

(৯) উল্লেখ্য যে, আগামী দিনে অসংগঠিত ক্ষেত্রে (unorganised sector) কর্মসংস্থান ও নিযুক্তির সম্ভাবনা বাড়বে। এই প্রসঙ্গে সম্ভাবনাময় এলাকাগুলি হল ফল-ফুলের চাষ (horticulture), বস্ত্র উৎপাদন (garment), ক্ষুদ্রশিল্প (SSI), বনসৃজন (afforestation), ব্যাবসা (trade), পর্যটন (tourism), নির্মাণ (construction) ইত্যাদি।

১৮.৭.৩.৩ দারিদ্র্য ও বেকারত্ব (Poverty and Unemployment)

সাধারণত যে-আয়ে কোনো ব্যক্তি ও তাঁর পরিবারের লোকজন কোনোরকমে জীবনধারণ করেন, সেই আর্থিক অবস্থাকে দারিদ্র্য বলে। বস্তুত, জীবনযাত্রার ব্যয়ের ন্যূনতম নির্ধারিত মানের নিচে যে বা যাঁরা ব্যয় করেন, অর্থনীতির ভাষায় তাঁদের **দরিদ্র** বলে গণ্য করা হয়। যেমন— ভারতের গ্রাম ও শহরে মানুষ খাদ্যের জন্য ব্যয় করেও যদি যথাক্রমে মাথাপিছু অন্তত ২৪০০ ও ২১৫০ কিলোক্যালোরি সমান খাদ্য সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে মানুষের সেই আর্থিক অবস্থাকে **দারিদ্র্য** বলা হয়। বাজারে খাদ্যের দাম ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যেহেতু পরিবর্তনশীল, সেজন্য কিছুদিনের ব্যবধানে দারিদ্র্য-সীমা (poverty line)-র সংশোধন করা হয়।

ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন (National Sample Survey Organization)-এর ৬১-তম সমীক্ষার (জুলাই ২০০৪ থেকে জুন ২০০৫) ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভারতের পরিকল্পনা কমিশন দেশের মধ্যে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা-সংক্রান্ত যে হিসাব পেশ করেছেন ততে দেখা যায় যে, ১৯৭৭–'৭৮ সালে দেশের ৫১·৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য-সীমার নিচে বসবাস করতেন। ২০০৪–২০০৫ সালে সেই সংখ্যাটি ২৭·৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। এতৎসত্ত্বেও দেশের মধ্যে ওড়িশাতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তারপর রয়েছে বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড ও মধ্যপ্রদেশ। পক্ষান্তরে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশে দরিদ্র জনসংখ্যা কম। উল্লেখ্য, যে একাদশ পরিকল্পনাকালে দেশে দরিদ্র জনসংখ্যা ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

★ ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ★
(Poverty Alleviation Programmes in India)

- **আম আদমি বিমা যোজনা (AABY)** ঃ ২০০৭ সালের ২রা অক্টোবর থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দ্বারা পরিচালিত আলোচ্যমান বিমা প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে দেশের ভূমিহীন কৃষক পরিবারগুলিকে আনা হয়েছে। এই ধরনের কোনো গ্রামীণ কৃষক পরিবারের কর্তার যদি দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু ঘটে অথবা তিনি স্থায়ীভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েন, তাহলে এককালীন ৭৫,০০০ টাকা, আংশিকভাবে প্রতিবন্ধী হলে ৩৭,৫০০ টাকা এবং পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের অসময়ে মৃত্যু হলে ৩০,০০০ টাকা দেওয়া হবে।

[১] *Parikh, K.S. and Radhakrishanan R., India Development Report 2004–05. p.26*

[২] *Bhalla, G.S. and Hazell, P., 2003, Rural Employment and Poverty : Strategies to eliminate Rural Poverty, E.P.W. Vol. 38, No. 33.*